



জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অত্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ নভেম্বর
(বৃহস্পতিবার)

জাতীয় আয়কর দিবস

২০২৩

আমরা বদলে যাবো

আমরা বদলে দেবো



বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনায়: আয়কর বিভাগ

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি) এবং চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বঙ্গভবন, ঢাকা

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

৩০ নভেম্বর ২০২৩

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় আয়কর দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'কর দেবো গড়বো দেশ, 'মাট হবে বাংলাদেশ' অত্যন্ত সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

রাজস্ব আহরণের অন্যতম ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যকরী মাধ্যম আয়কর। উন্নত রাষ্ট্র গঠনে প্রত্যক্ষ কর বা আয়করের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত 'মাট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এবং আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

আয়কর প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি ও আয়কর সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারলে জনগণের কর বিষয়ক ভীতি দূর হবে এবং সমাজে কর পরিপালনের সংস্কৃতি বিকশিত হবে। আয়কর সম্পর্কে ভীতি ও অসচেতনতা দূর করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যাবনীমূলক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে প্রতিবছর জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন এবং আয়কর তথ্য ও সেবা প্রদান আয়োজন, দীর্ঘমেয়াদি করদাতাসহ সর্বোচ্চ করদাতাকে সম্মাননা ও ট্যাক্স কার্ড মাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়কর দিবস, ২০২৩ এবং প্রথমবারের মতো ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার সিস্টেম প্রবর্তন, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স ডিভাইসেড অ্যাট সোর্স (e-TDS), এ চালান এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন সিস্টেম (ডিভিএস) চালু রাজস্ব বোর্ডের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমি মনে করি, এ সকল ইতিবাচক কর্মসূচি ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের ফলে আয়কর ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হবে।

আয়কর প্রদানকে সহজ ও উৎসবে রূপান্তর করতে নভেম্বর মাসব্যাপী সারা দেশের কর অফিসসমূহে করসেবা প্রদান করার জন্য কর বিভাগে কর্মরত সকলকে আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। আমি আশা করি, সাধারণ জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত করতে এবং কর প্রদান সহজ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আরো বেশি কার্যকর অবদান রাখবে।

আমি 'জাতীয় আয়কর দিবস' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ সাহাবুদ্দিন



মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আমি সম্মানিত দেশের সকল করদাতা এবং আয়কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশে কর সংস্কৃতির বিকাশ, কর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মানিত করদাতাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কর প্রদান এখন কোন ভীতি কিংবা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। প্রতিবছর করদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। মানুষ এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের সাথে আয়কর প্রদান করে। প্রযোজ্য কর যথাযথভাবে প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত হতে পেরে তারা গর্ববোধ করেন। এ ধারাবাহিকতায় 'আমরা বদলে যাবো, আমরা বদলে দিবো'-এ প্রোগ্রামকে সামনে রেখে এ বছর জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য 'কর দেবো গড়বো দেশ, 'মাট হবে বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মানিত করদাতাদের করসেবা গ্রহণ ও রিটার্ন দাখিলের সুবিধার্থে নভেম্বর মাসকে আয়কর তথ্য ও সেবা মাস ঘোষণা করেছে। কর বিভাগের নানামুখি উদ্যাবনী কর্মসূচির ফলে গোটা নভেম্বর মাসটিই এখন আয়কর উৎসবের মাসে পরিণত হয়েছে। নভেম্বরের ১ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দেশের সকল কর অফিসে মাসব্যাপী করসেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উৎসবের আমেজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের কর প্রদান, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, ই-টিআইএন প্রদান, ইটিডিএস পদ্ধতি চালু, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও আয়কর রিটার্ন পূরণে সহায়তা ইত্যাদি সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কর অফিসে কর বিভাগের সাথে করদাতাদের মেলবন্ধনের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

এ বছর নতুন আয়কর আইন, ২০২৩ প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। এটি সরকারের অন্যতম সাফল্য। এছাড়া এ বছরই সরকার প্রথমবারের মতো ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার (TRP) সিস্টেম প্রবর্তন করেছে। যার মাধ্যমে প্রান্তিক করদাতাগণ TRP'র সহায়তায় অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারছেন।

করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে এবারও জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ সময় করদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস পালনের মাধ্যমে নভেম্বর মাসের আয়কর উৎসবের সমাপ্তি হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসব কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক প্রভাব সারা বছরই কর অফিসসমূহে গর্বির্লক্ষিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩ সফল ও সার্থক হোক-এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩

কর দেবো গড়বো দেশ, 'মাট হবে বাংলাদেশ'

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চলতি দশকের মধ্যে আমরা বিশ্বের ৩০ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের কাতারে উঠতে যাচ্ছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ, জৌত অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য প্রযুক্তি, সুশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের নিকট অনুকরণীয় মডেল হয়ে উঠছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সিংহভাগ যোগান আসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে, যা আহরণ করে থাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। রাজস্ব আহরণের এই কর্মযজ্ঞে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মানিত করদাতাগণকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষ কর তথা আয়কর হচ্ছে দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর প্রদানে সফল নাগরিকগণের নিকট হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে তা সরকারি স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ, অবকাঠামো তৈরি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় খাতে ভর্তুকি প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যয়িত হয়। কর প্রদানের মাধ্যমে সকলে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখছেন। মানুষ যাতে সহজে ও স্বচ্ছন্দে আয়কর প্রদান করে নাগরিক দায়িত্ব পালন এবং দেশ গঠনের গর্বিত অংশীদার হতে পারেন তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করসেবা কার্যক্রমকে বিস্তৃত করছে। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু জনগণ। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আয়কর প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে 'আমরা বদলে যাবো, আমরা বদলে দিবো' এ প্রোগ্রামকে সামনে রেখে এবছর জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য 'কর দেবো গড়বো দেশ, 'মাট হবে বাংলাদেশ' নির্ধারণ করা হয়েছে।

করসেবা প্রদানের মাধ্যমে কর সংস্কৃতি বিকাশের জন্য গৃহীত কর্মসূচি

করদাতাসহ অংশীজনদের অংশগ্রহণে দেশের বিকশিত কর সংস্কৃতিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর সেবার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে দেয়া হলো:

রিটার্ন দাখিল সহজ ও স্বচ্ছন্দ করা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অত্যাধুনিক ডিজিটাল এক্সপ্লোরেশন পর্বে বছরের আয়কর জাঁকজমকপূর্ণভাবে ও উৎসবমুখর পরিবেশে ১ নভেম্বর ২০২৩ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মাসব্যাপী আয়কর রিটার্ন গ্রহণের জন্য করদাতাদের বিশেষ করসেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি কর অঞ্চলে রিটার্ন গ্রহণ ডেস্ক এবং হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সম্মানিত করদাতাদের জন্য প্রয়োজনীয় আয়কর রিটার্ন ফরম ও চালান ফরম সংরক্ষণ, আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণে সহযোগিতা প্রদান, ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় কর সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর পরিপালন সহজ করার জন্য বাংলাদেশ সচিবালয়, অফিসার্স ক্লাব, সেনানিবাস, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে রিটার্ন পূরণে সহায়তা এবং রিটার্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আয়কর রিটার্ন ফরম সহজীকরণ: কর পরিপালন সহজ করার লক্ষ্যে প্রান্তিক করদাতাদের জন্য এক পৃষ্ঠার আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে। ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয় এবং ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ ব্যক্তি করদাতাগণ এক পৃষ্ঠার সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ করে কর পরিপালন সম্পন্ন করতে পারবেন।

আয়কর নেট সম্প্রসারণ: নতুন করদাতাদের রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদানে আগ্রহী করার লক্ষ্যে যে সকল করদাতা পূর্বে কখনই রিটার্ন দাখিল করেননি তাদের জন্য আয় বছর পরবর্তী সম্পূর্ণ কর বছরব্যাপী বিনা জরিমানায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিআইএন-ধারীর পরিবর্তে যে সকল করদাতাকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (PSR) দাখিল করতে হতো এমন সকল করদাতাদের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

করনেট সম্প্রসারণে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত: রাজস্ব আহরণের স্বার্থে সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সৃজনশীল ও সমন্বিত কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন করদাতার চিহ্নিতকরণ, সঠিকভাবে প্রযোজ্য কর নিরূপণকরণ এবং করনেট বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারস্পারিক তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন (ইসি), বিআরটিএ, বিএফআইইউ, জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর, বিডা, বেপজা, আইবাস সফটওয়্যার (অর্থ মন্ত্রণালয়), ডিপিডিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

করহার হ্রাস: বৈধিক করোনা অতিমারি, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দা ও অস্থিতিশীল বিশ্ব বাণিজ্যকে বিবেচনায় নিয়ে নগদ লেনদেনের সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে করহার হ্রাস করা হয়েছে।

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল: করদাতাগণ যাত-ঘরে বসে আয়কর রিটার্ন সিস্টেম ও কর পরিশোধ করতে পারেন তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি ব্যবহার-বান্ধব, 'মাট e-Return' সিস্টেম চালু করেছে। এ সিস্টেম ব্যবহার করে করদাতাগণ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, পাসওয়ার্ড গ্রহণ, রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ, কর সনদ প্রাপ্তিসহ সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়া, যে সকল করদাতা এখনও পেপার রিটার্নে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সে সকল করদাতার জন্য e-Return সিস্টেমে ঘরে বসে নিজের রিটার্ন নিজে তৈরি করার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

এ বছর নতুন আয়কর আইন, ২০২৩ প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। এটি সরকারের অন্যতম সাফল্য। দেশের মানুষ এখন স্ব-প্ররোচিত হয়ে আনন্দের সাথে কর প্রদান করছে। এছাড়া এ বছরই প্রথমবারের মত ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার (TRP) সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রান্তিক করদাতাগণ TRP'র সহায়তায় অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের সুবিধার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অনলাইনভিত্তিক অনলাইন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এবছর করদাতাদের সুবিধার বিষয় মাথায় রেখে করদাতাদের জন্য বিস্তারিত এক পৃষ্ঠার রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে অনলাইনে প্রাপ্তি স্বীকার এবং সনদ পাওয়া যাবে। ফলে এই শ্রেণির করদাতাদের কর অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ ধরনের সৃজনশীল ও সমন্বিত কাজের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

ই-ট্যাক্স সেবা: করদাতাগণ ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে বসেই যাতে কর বিভাগের সাথে যোগাযোগ, কর নিবন্ধন, কর পরামর্শ গ্রহণ, করদায় পরিশোধসহ সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারেন তার জন্য ই-ট্যাক্স সেবা কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। একটি আধুনিক সেন্ট্রাল ই-ট্যাক্স সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে যেখানে যেকোনো যে কোনো প্রান্ত থেকে করদাতাগণ টেলিফোনে কর সংক্রান্ত যে কোনো জিজ্ঞাসার জবাব পাচ্ছেন। উৎসে কর কর্তন/আদায়, সরকারি কোষাগারে জমা ও তদারকি আরো সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে e-TDS কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

কর শিক্ষা সম্প্রসারণ: কর বিষয়ক প্রশিক্ষণ আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য কর একাডেমির প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ডেলে সাজানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করে অন্যান্য বিভাগ/ক্যাডারের কর্মকর্তা, সামরিক এবং বেসামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সকল সম্মানিত করদাতাকে ক্ষুদ্রদেবর্তা (এসএমএস), ই-সেইল ও অন্যান্য মাধ্যমে যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ফ্রিট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া (অনলাইন পত্রিকাসহ) এবং অন্যান্য মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের বিষয়টি ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে।

স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ: কর প্রদানে নাগরিকদের উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ক্যাটাগরি ভিত্তিক সর্বোচ্চ করদাতাদের ট্যাক্স কার্ড, জেলা ও সিটি কর্পোরেশন ভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণ কর প্রদানে উৎসাহিত হচ্ছেন।

জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করাই জাতীয় আয়কর দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। এ দিনটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০০৮ সাল থেকে জাতীয় আয়কর দিবস পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও দিবসটি পালিত হচ্ছে। স্বচ্ছ ও আধুনিক করসেবা প্রদানের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ আরো উন্নততর করার লক্ষ্যে নভেম্বর মাসব্যাপী দেশের প্রতিটি কর অঞ্চলে আলাদাভাবে কর সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

'জাতীয় আয়কর দিবস-২০২৩' উদযাপনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিসহ সম্মানিত সুবীজনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়কর বিষয়ক আলোচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। অন্যান্য বছরের মতো সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদে কর প্রদানকারী নির্বাচিত করদাতাগণের নাম গেজেটে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। আয়কর সেবা ও করদাতাদের যেকোনো পরিপালন বিষয়ক নিবন্ধ উপস্থাপনা, সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদে কর প্রদানকারী করদাতাদের সম্মাননা প্রদান, বিশিষ্টজনের আলোচনা ও দেশে প্রচলিত সকল ধরনের মিডিয়াতে প্রচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত ও জাতীয় আয়কর দিবস, ২০২৩ উদযাপিত হবে। জাতীয় আয়কর দিবসে আয়কর বিভাগ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। সর্বোপরি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে একটি সমৃদ্ধশালী রাজস্ব ভাণ্ডার গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

আয়কর বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

৩০ নভেম্বর ২০২৩

বাণী

'আমরা বদলে যাবো, আমরা বদলে দিবো' প্রোগ্রামকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সম্মানিত সকল করদাতা এবং আয়কর বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। পাশাপাশি যারা এ বছর সেবা করদাতা সম্মাননা পাচ্ছেন তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বছরের জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য 'কর দেবো গড়বো দেশ, 'মাট হবে বাংলাদেশ'- অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকারের রূপকল্প ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অপরিহার্য। সম্মানিত করদাতাগণের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল সে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আনন্দমুখর পরিবেশে কর প্রদান, তাৎক্ষণিক ই-টিআইএন প্রদান, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, আয়কর রিটার্ন পূরণে সহায়তা, এ-চালান, ই-টিডিএস সিস্টেম এবং তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কর বিভাগের সঙ্গে সম্মানিত করদাতা, অংশীজন ও নাগরিকদের মেলবন্ধনে দেশে আজ কর সংস্কৃতি এবং নতুন দিশে উন্মোচিত হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের নাগরিক, করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় কর সেবা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের রাজস্ব ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন উদ্যাবনী কর্মসূচি দেশের রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। করদাতাদের প্রত্যাহা অনুযায়ী দেশের কর অফিসসমূহে একযোগে নভেম্বর মাসব্যাপী 'আয়কর তথ্য-সেবা মাস' এর মাধ্যমে কর সেবা প্রদান করা হয়েছে। করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে করসেবা গ্রহণ ও কর প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি কর সংস্কৃতির বিকাশ, কর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করদাতাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে নতুন আয়কর আইন, ২০২৩ প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এটি আমাদের সরকারের অন্যতম সাফল্য। দেশের মানুষ এখন স্ব-প্ররোচিত হয়ে আনন্দের সাথে কর প্রদান করছে। এছাড়া এ বছরই আমরা প্রথমবারের মত ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার (TRP) সিস্টেম প্রবর্তন করেছি। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রান্তিক করদাতাগণ TRP'র সহায়তায় অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারছেন।

আমি জেনে আনন্দিত যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের সুবিধার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এ বছর প্রথমবারের মত করণীয় রিটার্ন দাখিলকারী করদাতাদের জন্য অনলাইনে এক পৃষ্ঠার রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাপ্তি স্বীকার এবং সনদ দু'টো পাওয়া যাবে। ফলে এই শ্রেণির করদাতাদের কর অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ ধরনের সৃজনশীল ও সমন্বিত কাজের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

'মাট বাংলাদেশ' তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আজীবন স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণের দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশের সামগ্রিক কর ব্যবস্থাপনাকে গণমুখী ও অধিকতর তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করতে সবাইকে একাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমি 'জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর 'জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল সম্মানিত করদাতা, নাগরিক এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশে কর সংস্কৃতির বিকাশ, কর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মানিত করদাতাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কর প্রদান এখন কোন ভীতি কিংবা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। প্রতিবছর করদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। মানুষ এখন স্বাচ্ছন্দ্যভাবে প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত হতে পেরে সম্মানিত করদাতারা গর্ববোধ করেন। এ ধারাবাহিকতায় 'আমরা বদলে যাবো, বদলে দিবো'-এ প্রোগ্রামকে সামনে রেখে এ বছর জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য 'কর দেবো গড়বো দেশ, 'মাট হবে বাংলাদেশ' নির্ধারণ করা হয়েছে।

জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করাই এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য। ১ নভেম্বর ২০২৩ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মাসব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি কর অঞ্চলে অঞ্চলভিত্তিক বুথ, ই-টিআইএন ও তথ্য সেবা যথেষ্ট মাত্রায় অনলাইনে আয়কর সেবা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি আমাদেরকে এরূপ আয়োজনের প্রতি আরো নিষ্ঠাবান করে তুলেছে বলে আমি মনে করি।

অনলাইন রিটার্ন এবং পেপার রিটার্ন তৈরি সুবিধা ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অনলাইনে আয়কর রিটার্ন (www.ctaxnrb.gov.bd) দাখিলের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় সাড়া পাড়ছে। করদাতাগণ যাতে ঘরে বসে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধ করতে পারেন তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি ব্যবহার-বান্ধব, 'মাট e-Return' সিস্টেম চালু করেছে। এ সিস্টেম ব্যবহার করে করদাতাগণ অনলাইনে e-TIN (www.incometaxnrb.gov.bd) রেজিস্ট্রেশন, পাসওয়ার্ড গ্রহণ, রিটার্ন দাখিল, ই-চালান, ই-পেমেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর পরিশোধ, কর সনদ প্রাপ্তিসহ সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। ই-টিডিএস (www.ctdsnrb.gov.bd) সিস্টেমের মাধ্যমে সকল কর অঞ্চলের অধিক্ষেত্রীয় উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ বছর নতুন আয়কর আইন, ২০২৩ প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। এটি আমাদের বড়ো অর্জন। এছাড়া এ বছর প্রথমবারের মত ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার (TRP) সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রান্তিক করদাতাগণ TRP'র সহায়তায় অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারবেন। পাশাপাশি এ বছর করদাতাদের সুবিধার বিষয় বিবেচনায় রেখে করদাতাদের জন্য অনলাইনে এক পৃষ্ঠার রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে অনলাইনে প্রাপ্তি স্বীকার এবং সনদ পাওয়া যাবে। ফলে এই শ্রেণির করদাতাদের কর অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ ধরনের সৃজনশীল ও সমন্বিত কাজের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রাপ্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন দায়িত্বশীল করদাতাগণ কর প্রদানের স্বীকৃতি পাচ্ছেন, অপরদিকে অন্যরাও কর প্রদানে উৎসাহিত হচ্ছেন। যে সংস্কৃতিতে করদাতা ট্যাক্স কর্তা এবং সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি সম্মানিত করদাতাদের মাসব্যাপী করসেবা প্রদান করার জন্য কর বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'জাতীয় আয়কর দিবস ২০২৩' সার্থক ও সুন্দর হোক-এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম